বেডিং নিয়ে কেন্দ্রে যেতে হবে ভোটকর্মীদের

সুচন্দন কর্মকার ● রায়গঞ্জ

১৬ এপ্রিল ঃ তুলাইপাঞ্জি চালের ভাত। সেই সঙ্গে দেশি মুরগির মাংসের ধোঁয়া ওঠা ঝোল। আপ্যায়নের এমন খবরে খুশিতে ডগমগ হয়েছিলেন উত্তর দিনাজপুরের ভোটকর্মীরা। কিন্তু ফের নতুন করে চিন্তার ভাঁজ পড়তে পারে অনেকের কপালে। খাওয়ার পর শোওয়ার কী হবে। কারণ, এবারে নাকি আর্থিক অনটন রয়েছে। পঞ্চায়েত ভোটে তাই ভোটকর্মীদের কোনো বেডরোল দেওয়া হবে না। বাড়ি থেকেই নিয়ে যেতে হবে বেডরোল। সরকারিভাবে এমন ঘোষণা অবশ্য করা হয়নি। তবে নানা মুখে এধরনের কথা শুনে অনেকেই চিন্তিত। ভুরিভোজের পর বিছানার অভাবে যদি ঘুম না হয়, তবে কাজ হবে কীভাবে। এপ্রশ্নের উত্তরই এখন খুঁজছেন ভোটের গুরুদায়িত্ব পালনে মনোনীত সরকারি কর্মচারীরা। এর আগে এই জেলার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে বেডরোল তৈরি করে ভোটকর্মীদের দেওয়া হয়েছিল। তৎকালীন জেলাশাসক স্মিতা পান্ডে ও জেলা গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প নির্দেশক অশোককুমার মোদকের হাত ধরে এই বেডরোল ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। ভোটগ্রহণের আগের দিন রাতে বুথে পৌঁছে ভোটকর্মীরা যাতে সুন্দরভাবে বিশ্রাম করতে পারেন, সে কথা চিন্তা করে ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে এই বেডরোল ব্যবস্থা চালু করেছিল উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসন। বাড়ি থেকে বিছানাপত্র বহন করে নিয়ে যাওয়ার হ্যাপা থেকে মুক্তি পেয়ে খুশি হয়েছিল ভোটের দায়িত্বপালন করা সরকারি কর্মচারীরা।

আর বেডরোল নয়

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে চালু এই বেডরোল ব্যবস্থাকে মডেল হিসাবে গ্রহণ করেছিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন এবং এই বেডরোল ব্যবস্থা চালুর জন্য রাষ্ট্রপতি সম্মান পেয়েছিল উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসন। সেই বেডরোল ব্যবস্থা এবারের পঞ্চায়েত ভোটে থাকছে না। এমনি খবর প্রশাসন সূত্রে। এর পেছনে কারণ অবশ্যই আর্থিক। প্রশাসন সূত্রে খবর, এবারের পঞ্চায়েত ভোটে উত্তর দিনাজপুরের ১৮২৮টি বুথে ভোটগ্রহণের জন্য যাওয়া ৫ জন করে কর্মীর জন্য মোট ৯১৪০টি বেডরোল দরকার। এর সঙ্গে অন্তত ১০ শতাংশ বাড়তি বেডরোল রিজার্ভ রাখতে হয়। সেই হিসাবে কমবেশি ১১ হাজারের মতো বেডরোল লাগত। কিন্তু প্রশাসনের কাছে বেডরোল আছে ৯ হাজারের কিছু কম। ২০১৪ সালে বুথ সংখ্যা ও বুথ প্রতি ভোটকর্মী সংখ্যা কম থাকায় সেইমতো তৈরি হয়েছিল বেডরোল। সেই বেডরোল দিয়ে ২০১৫তে পুর নির্বাচন, ২০১৬তে বিধানসভা নির্বাচন সহ ২০১৭ তে রায়গঞ্জ পুরনির্বাচন হয়েছিল।

২০১৪তে তৈরি বেডরোলগুলির কিছু নষ্ট হয়েছে স্বাভাবিক নিয়মে। জেলা প্রশাসনের গোডাউনে মজুত বেডরোলগুলি ঝাড়াই বাছাই করে ব্যবহার যোগ্য করে তোলা সত্ত্বেও এবারের পঞ্চায়েতে নতুন কিছু বেডরোল তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। নতুন করে প্রায় ৩ হাজার বেডরোল তৈরি করতে হত। এজন্য খরচ হত ১২-১৩ লক্ষ টাকা। এই টাকা আসবে কোত্থেকে? পঞ্চায়েত ভোটে খরচ জোগায় রাজ্য। আর্থিক ঋণে কাহিল রাজ্যের কাছে এই বেডরোল বাবদ বাড়তি টাকা চাইলে তা মিলবে কিনা সে ব্যাপারে ধন্দে ছিল প্রশাসন।

যার পরিণতি হিসাবে এবারের পঞ্চায়েত ভোট বুথে ভোটগ্রহণের জন্য যাওয়া ভোটকর্মীদের হাতে বেডরোল তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা বাতিলের পথে। উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসন এবারে ভোটকর্মীদের সুবিধার্থে বেডরোল দিতে পারছেনা তা এখনো সরকারিভাবে জানানো হয়নি। চেষ্টা চলছে যদি কোনোভাবে অর্থের ব্যবস্থা নতুন প্রয়োজনীয় বেডরোল তৈরি করা যায়। সে জন্য এখন অপেক্ষার পালা। যদিও বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, অর্থের ব্যবস্থা হওয়ার সম্ভাবনা ভোটের দিন এগিয়ে আসার সঙ্গেই কমছে। তাই এবারের পঞ্চায়েতে ভোটকর্মীদের ফের বাড়ি থেকে বিছানাপত্র নিয়ে বুথে যেতে হবে।

হুমকির মুখে নেপাল থেকে পালিয়ে আসছেন শ্রমিকরা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী ● পানিট্যাঙ্কি

১৬ এপ্রিল ঃ কাজের খোঁজে নেপালে গিয়ে হুমকির মুখে পড়ে দলে দলে পালিয়ে আসছেন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার শ্রমিকরা। ওই শ্রমিকরা নেপালের বিভিন্ন ইটভাটায় কাজ করেন। কেউ অল্প দিন হল কাজ করছেন। আবার কেউ দীর্ঘদিন ধরে সেখানে কাজের সঙ্গে যুক্ত। শ্রমিকরা জানিয়েছেন, আগেও তাঁদের উপর নানাভাবে চাপ তৈরি করা হত। তবে ইদানীংকালে কিছু দুষ্কৃতী তোলা চেয়ে তাঁদের ভয় দেখাচ্ছে। টাকা না দিলে মারধরও করা হচ্ছে। আবার বেছে বেছে কিছু শ্রমিককে জোর করে অন্যত্র কাজে নিয়ে যাওয়ার ফতোয়াও দিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। শ্রমিকদের ধারণা, কোনো জঙ্গি সংগঠন তাদের কাজের জন্যই বেছে বেছে কিছু শ্রমিককে নিজেদের ডেরায় নিতে যেতে চাইছে। সেই ভয়েই কাজ ছেড়ে পালাতে শুরু করেছে তাঁরা। নেপালের ইটভাটাগুলিতে যেসব শ্রমিক কাজ করেন তাঁদের বেশিরভাগই উত্তরবঙ্গের। সবথেকে বেশি শ্রমিক রয়েছেন কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমায়। এছাড়া হলদিবাড়ি, মালদা এবং ডুয়ার্সের চা বলয়ের বহু শ্রমিক নেপালের ইটভাটায় কাজ করেন। এই শ্রমিকরা মূলত ঠিকাদারের মাধ্যমেই নেপালে যান। কয়েক বছর ধরে নেপালের ইটভাটায় কাজ করা শীতলখুচির বাসিন্দা জাভেদ মিঞা বলেন, 'আগেও কাজে গেলে একটি দল মাসে মাসে টাকা নিত। ঠিকাদারকেও আলাদা করে টাকা দিতে হত। তাছাড়া দলনেতা যারা থাকে তারাও হপ্তা নেয়। এখন এর উপর নতুন করে সমস্যা তৈরি হয়েছে। কিছুদিন থেকে একটি দল এসে বেছে বেছে পছন্দমতো শ্রমিকদের অন্যত্র কাজে নিয়ে যেতে চাইছে। ওরা নিজেদের মতো করে নাম-ঠিকানা শুনে তালিকাও বানিয়ে ফেলেছে এবং তালিকায় যাদের নাম আছে তাদের তৈরি থাকতে বলেছে। এর পর থেকেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে সব ইটভাটায়। সেই কারণে ভয়ে আমরা কাজ ছেড়ে পালিয়ে এসেছি।' বিরাট নগরের একটি ইটভাটায় পরিবার সহ কাজ করেন মালদার হবিবপুর এলাকার বাসিন্দা হজরত মিয়াঁ। তিনি বলেন, 'আমরা জানতে পেরেছি জঙ্গিরা নাকি তাদের কাজের জন্য লোক নিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন ইটভাটা থেকে একই রকম খবর পেয়েছি। তাই ভয়ে পালিয়ে এসেছি।' মাথাভাঙ্গার মঞ্জু বিবি বলেন, 'আমাদের ইটভাটায় মাসে মাসে কয়েকজন এসে টাকা নিয়ে যায়। ওরা নাকি কয়েকজনকে অন্য জায়গায় কাজে নিয়ে যাবে। কেউ কেউ যাবে না বলায় ওরা হুমকি দিয়ে গিয়েছে। তাই ছেলে, মেয়েদের নিয়ে চলে এসেছি।'একইরকম আশঙ্কার কথা শুনিয়েছেন হলদিবাড়ির শ্রমিক স্বপন দাস। যদিও শ্রমিকদের কেউই হুমকির বিষয়ে নেপাল প্রশাসন বা রাজ্য পুলিশের কাছে এখনও পর্যন্ত কোনো অভিযোগ দায়ের করেনি। তবে শ্রমিকদের সমস্তরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি বলেন, 'আমরা শ্রমিকদের পাশে আছি। তাঁদের সমস্যাগুলি জেনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

গোটা ঘটনায় ঠিকাদারদের ভূমিকা নিয়ে উঠেছে বড়সড় প্রশ্ন। কোন এলাকা থেকে কত শ্রমিক নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাঁর কোন হিসেব নেই কোথাওই। রাজ্য সরকার বা জেলা প্রশাসনের কর্তাদের কাছেও সেরকম কোন তালিকা নেই। ফলে যেসব শ্রমিক যাচ্ছে তাঁরা সকলেই ফিরে আসছে কিনা তার হদিসও জানে না কেউই। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির রিপোর্ট অনুসারে নেপালে বেশ কয়েকটি জঙ্গি সংগঠন অতিসক্রিয় রয়েছে। উত্তরবঙ্গ থেকে যাওয়া শ্রমিকদের কেউ জঙ্গিদের পাতা জালে পা দিয়ে তাদের হয়ে কাজ করছে কিনা তা নিয়েও জল্পনা বাড়ছে। শ্রমিকদের পালিয়ে আসার পর সেই আশঙ্কা ক্রমেই জোড়ালো হচ্ছে। নেপালে কাজে যাওয়া শ্রমিকদের আইনানুগ পদ্ধতিতে চিহ্নিতকরণ ও তাদের সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থাকরণের দাবিও উঠেছে। পুলিশ ও প্রশাসনের একাধিক কর্তার সঙ্গে ওই বিষয়ে কথা বলা হয়েছিল। তবে প্রত্যেকেই জানিয়েছেন তাঁরা শ্রমিকদের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ পাননি।

থানায় মহিলারা

প্রথম পাতার পর

গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় বেঁচে যান সুশীল সহ তাঁর বন্ধুরা। সুশীলের চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুনে গ্রামের বাসিন্দারা বের হয়ে এলে সেখান থেকে চম্পট দেয় মুন্না মাহাতো ও জয়ন্ত বিশ্বাস ওরফে টাইগার। জোটপ্রার্থী কাজলিদেবীর অভিযোগ, জয়ন্ত বিশ্বাসের বউদি শম্পা বিশ্বাস তৃণমূলের হয়ে ভোটে দাঁড়িয়েছেন। সেই কারণে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের জন্য বারবার চাপ দেওয়া হচ্ছে আমাকে। এদিকে তৃণমূল প্রার্থী শম্পা বিশ্বাসের অভিযোগ, গতকাল গভীর রাতে এলাকার ছিন্নমস্তা কালীপুজোর মেলা থেকে ফেরার সময় তাঁর দেওর জয়ন্ত ও তাঁর বন্ধুদের বাড়ি যাওয়ার পথ আটকে মারধর করে জোট সমর্থকরা। এরপর এই হট্টগোল শুনলে দেওরকে দুষ্কৃতীদের হাত থেকে ছাড়িয়ে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসি। তৃণমূল প্রার্থী শম্পাদেবীর অভিযোগ, ভাঙচুর চালানো হয় বাড়ির সামনে অস্থায়ী তৃণমূল পার্টি অফিসে। তৃণমূল সমর্থকরা পালিয়ে গেলেও তিন রাউন্ড গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ করেন তৃণমূল প্রার্থী। যদিও শম্পাদেবীর অভিযোগ মানতে নারাজ জোটপ্রার্থী কাজলি বিশ্বাস। কাজলীদেবী বলেন, নিজেদের অন্যায় ঢাকবার জন্য মিথ্যা কথা বলেই চলেছেন তৃণমূল প্রার্থী। এদিকে তৃণমূল প্রার্থী জোট প্রার্থীর অনুগামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। এসপি বলেন, দুই তরফের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে।

কলকাতায়

প্রথম পাতার পর

প্রকাশ করছেন। বেশ কিছু আসনে শাসক বিরোধী মনোভাব তৈরি হয়েছে বলেও খবর। সেই ক্ষতে প্রলেপ দিতেই কী উত্তর দিনাজপুরের আদিবাসী নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করতে চলেছে তৃণমূল রাজ্য নেতৃত্ব? এই বিষয়ে কেউ মুখ না খুললেও এসসি-এসটি সেলের রাজ্য কমিটির সদস্য তথা আদিবাসী তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সামুয়েল মার্ডি জানান, কলকাতায় মিটিং আছে। কী উদ্দেশ্যে মিটিং, সেই বিষয়ে তিনি কিছু বলতে চাননি। জানিয়েছেন, কলকাতায় মিটিং হলে জানাবো। এদিন সেই মিটিং হওয়ার কথা থাকলেও সেই মিটিং অনুষ্ঠিত হবে আগামীকাল।

আপনার মতামত

আজকের প্রশ্ন

? আগামী লোকসভা ভোটের সঙ্গেই কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভা ভোট করানোর ব্যাপারে কেন্দ্রের উদ্যোগ কি যুক্তিসংগত?

SMS করুন।
আপনার মোবাইলের মেসেজ option থেকে type করুন UBSOPINION স্পেস দিয়ে লিখুন YES বা NO পাঠিয়ে দিন 575756 নম্বরে বিকেল চারটের মধ্যে।

গতকালের প্রশ্ন

বন্যপ্রাণীদের নিরাপত্তার জন্য সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে বনবস্তিগুলি কি সরিয়ে দেওয়া উচিত?

হ্যাঁ	না
৪১%	৫৯%

দিনের কথা

প্রধানমন্ত্রী কি দেশের মেয়েদের সুরক্ষার কথা আদৌ ভাবেন ?

–রাহুল গান্ধি
(কাঠুয়া ও উন্নাও কাণ্ডে প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে)

বিন্দু বিসর্গ

বোমাগুলো তো নেতিয়ে যাবে!

উদ্ধার হওয়া বাংলাদেশি নোট। ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

হিলিতে উদ্ধার ১৬ লক্ষ টাকার বাংলাদেশি নোট

হিলি, ১৬ এপ্রিল ঃ বাংলাদেশের নগদ ১৬ লক্ষ টাকা সহ প্রচুর টাকার জামা ও প্যান্ট উদ্ধার করল হিলি ১৯৯ সীমান্তরক্ষীবাহিনীর বিএসএফ জওয়ানরা।

রবিবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ হিলি সীমান্তের উজাল এলাকা থেকে উদ্ধার হয় টাকা সহ ওইসব সামগ্রী। যদিও এই ঘটনায় কাউকে ধরতে পারেনি বিএসএফ। বিএসএফের হিলি ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার সুরেশ কুমার জানান, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বাংলাদেশের ১৬ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়াও প্যান্ত ও শার্ট মিলিয়ে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। তবে পাচারকারীদের কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

জানা গেছে, হিলি সীমান্তের কাঁটাতারবিহীন উন্মুক্ত এলাকা দিয়ে ওই পাচারকারীরা ভারতে ঢুকে প্রায়ই ওইসব সামগ্রী কিনে পাচার করে। বাংলাদেশের টাকায় ওইসব সামগ্রী কেনার পর ভারতীয় টাকার বাজারমূল্যে তা বিনিময় হয়ে থাকে। রবিবার রাতে হিলি সীমান্তের উজাল এলাকা দিয়ে প্যান্ট-শার্টগুলি পাচারের সময় বিএসএফ ধরে ফেলে। যদিও কোনো পাচারকারী ধরা পড়েনি।

উন্নয়নের মানেই জানে না ফরাক্কার বাহাদুরপুর

ফরাক্কা, ১৬ এপ্রিল ঃ 'কী হবে ভোট দিয়ে বাবু? লাল পার্টি, হাত পার্টি সবকেই তো দেখলাম। এখন ঘাসফুল এসেছে। আমাদের গ্রামের সব সমস্যা যে তিমিরে ছিল সেখানেই রয়েছে। না হইছে রাস্তা ঠিক, না হইছে জলের ব্যবস্থা। খুব সমস্যা। বলতে বলতে এগিয়ে গেলেন পুতুল নামের এক আদিবাসী মহিলা।'

ফরাক্কার বাহাদুরপুর পঞ্চায়েতে আনুমানিক ২৫ থেকে ৩০ হাজার লোকের বাস। তার মধ্যে বেশিরভাগটাই আদিবাসী অধ্যুষিত। এলাকার মূল সমস্যা পানীয় জল, ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট, কাঙলই নদীর উপরে সেতুর দাবি উপেক্ষিত ইত্যাদি।

বর্তমানে প্রচণ্ড গরমে জলকষ্টে দিন কাটাচ্ছে গ্রামের মানুষ। গ্রামে নলকূপের সংখ্যাও খুব কম। যে দু-একটা রয়েছে তাতেও লম্বা লাইন। পাশাপাশি যাদের কাছেপিঠে নলকূপ নেই, তাদের অনেক দূরে নদী থেকে জল আনতে হয়। তার ওপর ওই এলাকায় যাওয়ার মূল রাস্তাটিও এবড়োখেবড়ো খানাখন্দে ভরতি। আরো সমস্যা পাহাড়ি কাঙলই নদীতে বান এলে বিশেষ করে ভরা বর্ষায় খুব সমস্যার সম্মুখীন হন এলাকাবাসীরা। তাই গ্রামবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে একটি সেতুর দাবি তুলেছে। কিন্তু সেই সেতু নির্মাণের বিষয়টিও বর্তমানে বিশবাঁও জলে। সিপিএমের দাপট থাকাকালীনও কোনো উন্নয়নই নজরে আসেনি। তারপর এসেছে কংগ্রেসের আমল। কিন্তু সমস্যা এখনো সেই তিমিরেই।

প্রাক্তন কংগ্রেস প্রধান প্রেমকুমার ঘোষের কথায়, বেশকিছু সমস্যা আছে। তারমধ্যে একশো দিনের কাজ, পানীয় জলকষ্ট, রাস্তাঘাট, ব্রিজ নির্মাণ ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রকট। আমি প্রধান থাকাকালীন সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমি চলে যাওয়ার পরে বিষয়গুলো নিয়ে তেমন কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ আর কেউই নেয়নি।

সিপিএম নেতা অরুণময় দাস জানান, বাহাদুরপুর অত্যন্ত সমস্যাদীর্ণ। মূল সমস্যা পানীয় জলের। ইদারা, কুয়ো সব শুকিয়ে গেছে। নলকূপ নষ্ট হয়ে গেছে। বর্তমান এবং আগের পঞ্চায়েত সমিতিকে বলে বলে ক্লান্ত হয়ে গেলেও কিছু হয়নি। তিনি আরো বলেন, এলাকায় কলাইডাঙা গ্রামের ১০০টির মধ্যে ৯৯টিই গরিব পরিবার বাস করে। কিন্তু একটিও পরিবার তাদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই তাঁর মতে, ১০০ দিনের কাজেরও কোনো নামগন্ধ নেই। ফরাক্কায় বিভিন্ন পঞ্চায়েতের পাশাপাশি এখানেও ১০০ দিনের কাজে লুঠতরাজ চলছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। যেভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন দিকে পিছিয়ে পড়া আদিবাসীরা অনুন্নয়নের শিকার, বাহাদুরপুরের চিত্রটাও সেখানে একই কথা বলছে। সমস্ত দলের ভূমিকাই বাহাদুরপুরের ক্ষেত্রে খারাপ বলে জানান তিনি।

গাজোলে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি। ছবিটি তুলেছেন পঙ্কজ ঘোষ।

মুর্শিদাবাদে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ, আহত ৫

মুর্শিদাবাদ, ১৬ এপ্রিল ঃ মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের শ্রীপৎ সিং কলেজে সোমবার তৃণমূল ও বিজেপি'র সংঘর্ষে আহত হয়েছে উভয়পক্ষের অন্তত ৫ জন। ভীষ্ম সাও নামে এক বিজেপি কর্মীকে গুরুতর আহত অবস্থায় মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজে ভরতি করা হয়েছে। আহত হয়েছে কৌশিক দাস ও কেশব ঘোষ নামে আরো দুই বিজেপি কর্মী। সংঘর্ষে আহত হয়েছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দুই সদস্য অরূপ হালদার ও অপূর্ব সাহা। জিয়াগঞ্জ হাসপাতালে তাদের চিকিৎসা চলছে। অভিযোগ, এদিন দুপুরে এই তিন বিজেপি কর্মী কোনো কাজ নিয়ে কলেজে আসলে তাঁদের উপর হামলা চালায় তৃণমূল সমর্থকরা। অন্যদিকে, বিজেপি কর্মীরাই তাদের উপর হামলা চালিয়েছে বলে পালটা অভিযোগ করে অরূপ হালদার ও অপূর্ব সাহা। ঘটনার পর জিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

রুখে দিল জনতা

প্রথম পাতার পর

খবর পৌঁছায় ইংরেজবাজার থানায়। পুলিশ এসে নিয়ে যায় ওই অপহরণকারীকে। ধৃতের নাম আনোয়ার হোসেন। এছাড়াও আটক করা হয় গাড়ি সহ চালক রেজাউল শেখকে।

রতনবাবু বলেন, এই লোকদের তিনি চেনেন না। তারা তাঁকে অপহরণ করার চেষ্টা করছিল। তারা বলছিল, তিনি নাকি তাদের একজনের ভাই আকবর হোসেনের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি গোরুর ব্যবসার জন্য হরলাল বিশ্বাসের কাছে লাখ খানেক টাকা ধার নেন। ব্যবসায় ক্ষতি হওয়ায় তিনি সেই টাকা শোধ দিতে পারেননি। টাকার আশাতেই বছর তিনেক আগে তিনি মুম্বই পাড়ি দেন। এদিন তিনি নিজের কাজে আদালতে এসেছিলেন। তিনি যখন রাস্তার ধারে এক দোকানে খাবার খাচ্ছিলেন, তখন একটি গাড়ি তাঁর পাশে এসে থামে। গাড়ি থেকে ৮ জন নেমে আসে। তাঁকে বলে, তিনি নাকি একজনের ভাইয়ের কাছ থেকে সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা ধার নিয়েছেন। কিন্তু তিনি এদের চেনেনই না। টাকা ধার নেওয়া দূরের কথা। স্থানীয় মানুষের তৎপরতায় এদিন তিনি প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। তা না হলে এরা তাঁকে খুন করে ফেলত।

এদিকে আটক হওয়া অপহরণকারী দলের সদস্য আনোয়ার হোসেন বলে, তার বাড়ি গাজোল থানার দলিলপুর গ্রামে। তার বক্তব্য, গোরুর ব্যবসা করার জন্য এই ব্যক্তি তার ভাইয়ের কাছ থেকে সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা ঋণ নেয়। কিন্তু সেই টাকা সে ফেরত দিচ্ছে না। তাই আজ তারা ওই ব্যক্তিকে তুলে নিয়ে যেতে এসেছিল। বকেয়া টাকা উদ্ধার করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এদিকে আটক হওয়া গাড়িচালক শেখ রেজাউল বলে, সে এসব বিষয় কিছুই জানে না। এদিন গাজোলের মহারাজপুর গ্রাম থেকে সে কয়েকজনকে ভাড়া নিয়ে মালদায় আসে। এই যুবকরা তার গাড়ি ভাড়া নিয়েছিল। এর বেশি সে আর কিছু জানে না।

ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, আটক ৩ জনকে আপাতত জেরা করা হচ্ছে। এই ঘটনায় এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ জমা হয়নি। অভিযোগ হলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

লরির সঙ্গে ছোটো গাড়ির সংঘর্ষে মৃত ২

গাজোল, ১৬ এপ্রিল ঃ লরির সঙ্গে মাছ বোঝাই ছোটো একটি গাড়ির সংঘর্ষে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার ভোর চারটা নাগাদ গাজোলের জামতলা এলাকায় জাতীয় সড়কে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন মাছ ব্যবসায়ী। তাঁর নাম আক্রামূল ইসলাম (৩৪)। বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরে। অপরজন গাড়ির চালক। নাম মাসিদুর রহমান (৪০)। দুর্ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় জাতীয় সড়কে। ঘটনার খবর পেয়ে গাজোল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন একটি ছোটো গাড়িতে করে মাছ নিয়ে গাজোলের দিকে মাছের আরতে আসছিলেন আক্রামূল ইসলাম। তখন ভোর ৪টা হবে। গাজোলের জামতলা এলাকায় জাতীয় সড়কে বালুরঘাটগামী একটি লরি মাছের গাড়িটিকে সজোরে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। ধাক্কার জেরে মাছ বোঝাই গাড়িটি উলটে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চালকের। গুরুতর আহত অবস্থায় আক্রামূল ইসলামকে মালদা মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। গাজোল থানার পুলিশ দুর্ঘটনাস্থল থেকে গাড়িটি উদ্ধার করার পাশাপাশি ঘাতক লরিটির খোঁজ চালাচ্ছে।

কালিয়াগঞ্জে চড়ক মেলা

কালিয়াগঞ্জ, ১৬ এপ্রিল ঃ প্রতিবারের মতো এবারও মেদিনীপুর ফুটবল মাঠে আয়োজিত হল চড়কপুজোর। সোমবার বিকেলে কালিয়াগঞ্জের বরুণা গ্রাম পঞ্চায়েতে এই পুজোর আয়োজন করা হয়। মেলাতে জাদু খেলার আয়োজনও করে পুজো কমিটি। সাধারণত চড়কপুজোয় দেখা যায় এক ব্যক্তি পিঠে কাঁটা ফুটিয়ে চড়কগাছে ঘোরেন। কিন্তু এখানকার চড়কপুজো একটু আলাদা। এখানে একটি চড়কগাছে ৩ জন কাঁটা ফুটিয়ে পরিক্রমা করেন। এবারের বিশেষ আকর্ষণ ছিল ছোটো বাচ্চাদের কোলে নিয়ে চড়ক পরিক্রমা।

এবারে ১৮ বছরে পদার্পণ করল কালিয়াগঞ্জের মেদিনীপুর ফুটবল ময়দানের চড়ক মেলা।

বিজেপির গাড়ি ছাড়ল কমিশন

মানিকচক, ১৬ এপ্রিল ঃ গাড়ি আটকে রাখার ঘটনায় মানিকচকের এক পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন এবং ব্লকের রিটার্নিং অফিসারকে নালিশ জানাল বিজেপি। জেলাপরিষদের ২৪ নং আসনের বিজেপির সম্ভাব্য প্রার্থী অভিজিৎ মিশ্র। অভিযোগ, তাঁর ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে নির্বাচনি কাজে যাওয়ার সময় পুলিশের নির্বাচনি কাজে ব্যবহারের জন্য গাড়িটি আটক করে মানিকচক পুলিশ। মানিকচকের আরও এবং নির্বাচন কমিশনকে অভিযোগ জানান মানিকচক ব্লকের পূর্ব মণ্ডলের বিজেপির সভাপতি প্রকাশ রায়। এই ঘটনায় বিডিও তথা রিটার্নিং অফিসার সুরজিত পণ্ডিত জানান, গাড়িটি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তীতে যেন এধরনের কাজ না হয় তা দেখা হবে। লিখিত অভিযোগে, প্রকাশ রায় জানিয়েছেন, ১৫ এপ্রিল দুপুরে নিজস্ব গাড়ি নিয়ে দলীয় কাজে মানিকচক যাচ্ছিলেন। ওই সময় পুলিশকর্মী সমীর সাহা গাড়ি থামিয়ে কাগজপত্র দেখেন এবং গাড়িটি নির্বাচনের কাজে ব্যবহার করতে চান। অভিজিৎ মিশ্র ওই এমআইকে জানান যে এখন নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে স্থগিতাদেশ রয়েছে। এরপরই নাকি ওই পুলিশকর্মী অভিজিৎ মিশ্র ওই এসআইকে জানান, যে এখন নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে স্থগিতাদেশ রয়েছে। এরপরই নাকি ওই পুলিশকর্মী অভিজিতের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। বিজেপি সভাপতির আরো অভিযোগ, ওই সময় পুলিশের সামনে দিয়ে শাসকদলের এক প্রার্থী নিজস্ব গাড়ি নিয়ে চলে গেলেও তাঁকে আটকানোর প্রয়োজন মনে করেননি ওই কর্তব্যরত পুলিশকর্মী। এই দ্বিচারিতা কেন বলেও প্রশ্ন তোলেন তিনি। এরপরই তিনি নির্বাচন কমিশন এবং রিটার্নিং অফিসারের কাছে অভিযোগ জানান।

আদর্শ সৌধ আদিনা মসজিদ

প্রথম পাতার পর

পরিদর্শনে আসেন ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ কলকাতার মুখ্য অধীক্ষক ড. জি মহেশ্বরী। তিনি এই মসজিদের আয়তন, সাজানো গোছানো ফুলের বাগান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখে মুগ্ধ হন। এরপর তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানান দিল্লিতে। এরপরই সবদিক বিবেচনা করে আদিনা মসজিদকে আদর্শ সৌধ ২০১৮ হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এর আগে পশ্চিমবঙ্গের হাজারদুয়ারি, কোচবিহার, বিষ্ণুপুর-এর কিছু নির্দশন আদর্শ সৌধ হিসাবে ঘোষিত হয়েছে। এবার মালদার আদিনা মসজিদ আদর্শ সৌধ হিসাবে ঘোষিত হল। এর ফলে বাড়তি বেশ কিছু সুবিধা পাওয়া যাবে। যেমন উন্নতমানের শৌচালয়, পরিস্রুত পানীয় জল, পার্কিং, বসার ব্যবস্থা, ক্যাফেটোরিয়া, বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের জন্য বিশেষ ক্যাম্প, সংস্কারের জন্য আরো বেশি করে টাকা প্রভৃতি পাওয়া যাবে। আদিনা মসজিদে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড সম্পর্কে বলতে গিয়ে রতনবাবু জানান, আদিনা মসজিদটি কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পত্তি। রাজ্য সরকার কেন ওই প্রকল্প নিয়েছিল। তা বোধগম্য নয়। তবে সোলার সিস্টেমের মাধ্যমে তা আবার চালু করার বিষয়টি দেখছি। এছাড়াও এবার থেকে আদিনা মসজিদে প্রবেশের জন্য টিকিটের ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে। টিকিটের দাম হতে পারে ১৫ টাকা। এদিন স্বচ্ছতা পক্ষতে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে দেওয়া হয় একটি করে মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, সাবান এবং টুপি। রতনবাবু জানালেন, এদিন সকলে শপথ নিয়েছেন শুধু এই পক্ষকালই নয়, আগামীদিনেও তাঁরা এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে উদ্যোগ নেবেন।

পঞ্চায়েত সদস্য বিকাশ সাহা জানালেন, স্বচ্ছতা পক্ষ অভিযানে সকলেই অংশ নিয়েছি। সেই সঙ্গে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের কাছে বেশ কিছু সুযোগসুবিধার আবেদন জানিয়েছি। আমরা শপথ নিয়েছি নিজেদের এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সবরকম উদ্যোগ গ্রহণ করব।